বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

আধুনিক যুগ ০১:

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত,

দীনবন্ধু মিত্র,বিহারীলাল চক্রবর্তী.

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্যারীচাদ মিত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দীনবন্ধু মিত্র,

বিহারীলাল চক্রবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মীর মশাররফ হোসেন

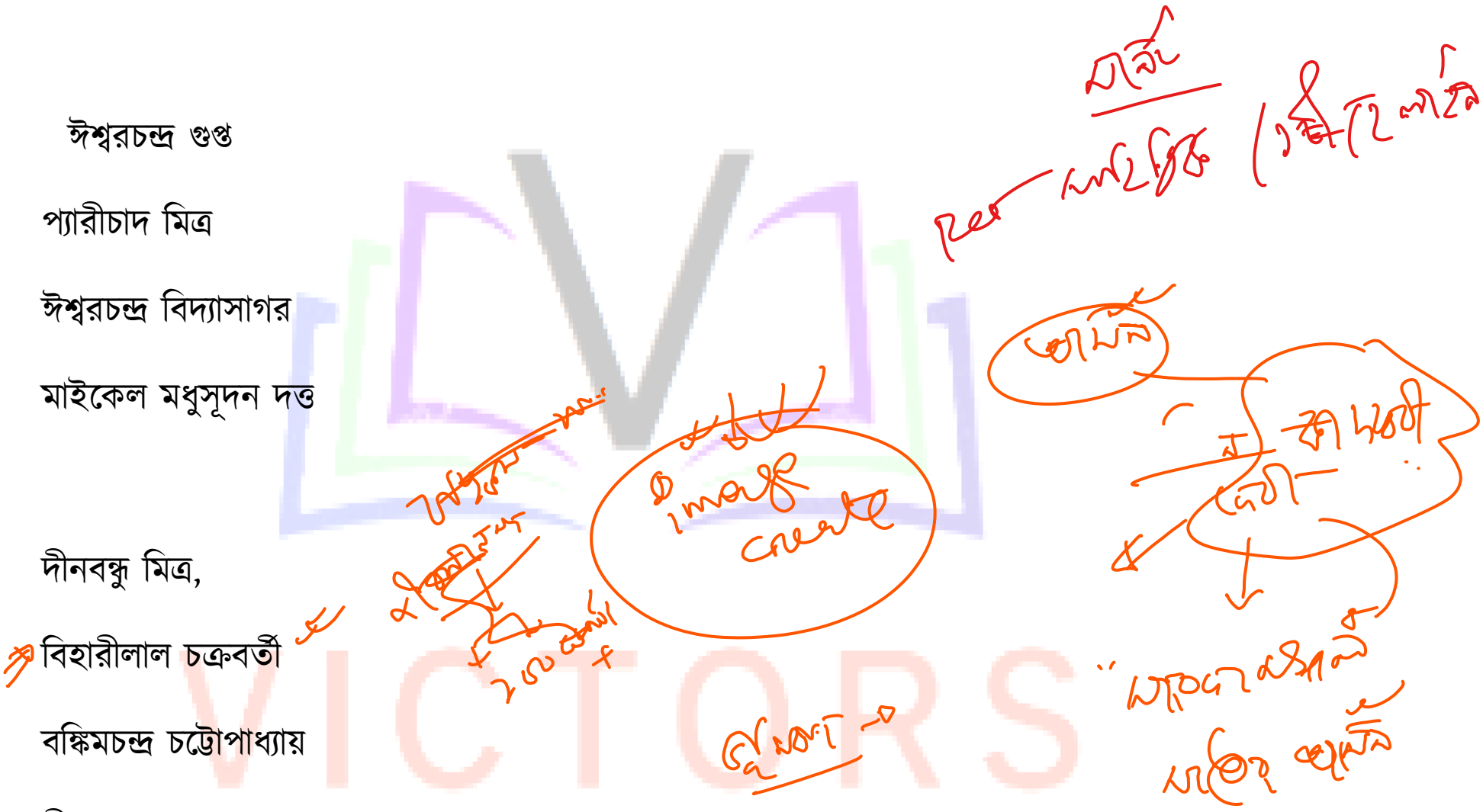

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: ১৮১২-১৮৫৯

- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯): কবি, সাংবাদিক। 'ভ্রমণকারী বন্ধু' ছিল তাঁর ছদ্মনাম।

- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির (মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মিলনকারী) কবি হিসেবে পরিচিত। কারণ তিনি সমকালের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করলেও তাঁর ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ছিলো মধ্যযুগীয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই ছিল তাঁর রচনার বিশেষত্ব।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে কেন যুগসন্ধির বা যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়?

ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির কবি হিসেবে পরিচিত, কারণ তিনি সমকালের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করলেও তাঁর ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ছিল মধ্যযুগীয়। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ যখন লুপ্ত হয়ে আসছিল, তখন তিনি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে খন্ডকবিতা রচনার আদর্শ প্রবর্তন করেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই ছিল তাঁর রচনার বিশেষত্ব। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এ ভঙ্গি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আয়ত্ত করেছিলেন কবিয়ালদের নিকট থেকে। ব্যঙ্গের মাধ্যমে অনেক গুরু বিষয়ও তিনি সহজভাবে প্রকাশ করতেন।

• তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো কবিয়ালদের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার করে প্রকাশ করা। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, নিধুগুপ্ত, হরু ঠাকুর ও কয়েকজন কবিয়ালের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার করে প্রকাশ করা। পরবর্তীকালের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করার কৃতিত্বও তাঁর। যদিও ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যরীতি পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে আর অনুসৃত হয়নি, তথাপি এ কথা স্বীকার্য যে, ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের জন্য তাঁর গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও আদর্শ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত ছোটবেলা থেকেই মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন এবং কবিয়ালদের গান বেঁধে দিতেন। সমসাময়িক ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে তিনি অসংখ্য খন্ডকবিতা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের এ কবি স্বদেশমূলক যেসব কবিতা রচনা করেছেন তার জন্যও তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মিছা মণি মুক্তা হেম,
স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

সুধাকরে কত সুধা,
দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে,
দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।

কত রূপ স্নেহ করি,
দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

• ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর ছাড়াও সংবাদ রত্নাবলী, পাষন্ডপীড়ন ও সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

• ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনা করেন। তিনি ১৮৩১ সালে সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ১৮৩৯ সাল থেকে এটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সংবাদ প্রভাকর

সংবাদ প্রভাকর বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৮৩১ সাল /১২৩৭ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। পত্রিকাটি প্রকাশে পাথুরিয়া ঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভূমিকা ও সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও অপরিহার্য। তাঁর মৃত্যুর কারণে ১৮৩২ সালের ২৫ মে প্রকাশিত ৬৯তম সংখ্যার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুনরায়

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন সংবাদ প্রভাকর বাংলায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকারূপে আবির্ভূত হয়।

১৮৫৩ সাল থেকে পত্রিকাটির মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাসিক সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন বাংলার 'কবিয়াল' ও গীতিকারদের জীবনী ও কর্মগাথা সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছিলেন।

সংবাদ প্রভাকর উনিশ শতকের একটি প্রথম শ্রেণির পত্রিকা, যাতে ভারতবর্ষসহ বহির্বিশ্বের সংবাদের পাশাপাশি ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও রচনা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটিতে তৎকালীন বহু বিখ্যাত পন্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের রচনা প্রকাশ করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালংকার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামকমল সেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্রের লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ের অনেক রচনাই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লেখকদল পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন এবং পত্রিকাটির প্রাথমিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে কিছুটা নমনীয় ও উদার হয়েছিল।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪- ১৮৮৩)

প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণ এবং বিবর্তনের ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। যিনি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের স্ফুটনোম্মুখ যুগে পুরোপুরি না হলেও অন্ততঃ অংশত জীবনের সাথে শিল্পের সংযোগ ঘটাতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা ব্যবহারে কথ্যরীতির অনুসরণ তাকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা এনে দেয়। তার প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮) বাংলা গদ্যে সাড়া জাগানো প্রথম গ্রন্থ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্যারীচাঁদ মিত্র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলেও, পরবর্তীকালে সাংবাদিকতা ও বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্যই বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪- ১৮৮৩) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক; ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

গ্রন্থ তালিকাঃ

আলালের ঘরের দুলাল (তার শ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস)। ১৮৫৮ খ্রি. প্রকাশিত এই উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র ঠকচাচা । উল্লেখ্য যে এখানে তিনি যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা আলালী ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থটি ইংরেজিতেও অনুবাদ করা হয়েছিল The spoiled child নামে। উপন্যাসটি প্রথমে তার প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকায় (১৮৫৪) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

অভেদী(১৮৭১)

আধ্যাত্মিকা(১৮৮০)

The Zemindar and Ryots. এই গ্রন্থটি তখনকার সময়ে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। কারণ এটি রচিত হয়েছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

যৎকিঞ্চিৎ(১৮৬৫)

রামারঞ্জিকা (১৮৬০)

বামাতোষিণী(১৮৭১)

গীতাঙ্কুর(১৮৬১)

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আলালের ঘরের দুলাল :

ইংরেজ আমলে জমিদার-তহসিলদার-জোতদার শ্রেণির উত্থান হয়। সাথে সাথে ইংরেজদের আদালতকে ঘিরে গড়ে উঠে মহুরি, পেশকার, উকিলের সহকারী প্রভৃতি কয়েকটি পেশা। এমনই একজন ছিলেন বাবুরাম বাবু। তার বিপুল বৈষয়িকতা; দিন-রাত শুধু অর্থের পেছনেই ছুটেছেন। কিন্তু এর মধ্যে তিনি তার একমাত্র পুত্রকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে ভুলে যান। পিতার আদর ও ঔদাসীন্যে বাবুরামের একমাত্র পুত্রটি বখে যাওয়াকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে মোকাজান মিয়া বা ঠকচাচা। তার পরামর্শে ও সাহায্যে বাবুরাম বাবু মিথ্যা মামলা জিতেন। মতিলাল বাবুরামের একমাত্র পুত্র ও উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সে আবাল্য কখনও ধর্মীয় ও নীতির শিক্ষা পায় নি। শিক্ষার ব্যাপারে তার পিতা ছিলেন উদাসীন। বেণীবাবু ও বেচারাম, যাদের উপর মতিলালের শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া ছিল, তারা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হন। একসময় বাবুরামকে বেণীবাবু পুত্রকে শাসন করার ব্যাপারে উপদেশ দেন। কিন্তু তবুও বাবুরাম নির্বিকার থাকেন। পরবর্তীতে মতিলালকে বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়ে বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাতেও মতি ফেরে না মতিলালের। বাবার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত সব সম্পত্তি সে নষ্ট করে ফেলে। চারদিকে অসৎ ও কুসঙ্গ নিয়ে মতিলাল পরিবেষ্টিত থাকে সর্বদা। তার মা-বোন তাকে ত্যাগ করে। একপর্যায়ে দুঃখের জীবনে প্রবেশ করলে তার

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বোধদয় ঘটে এবং হৃদয় মন পরিবর্তিত হয়। কাশী গিয়ে মতি ফেরে মতিলালের। সেখানে মা ও বোনের সাথে তার পুনর্মিলন মিলন হয়।

আলালের ঘরের দুলালের (১৮৫৮) কাহিনীকারের মতোই প্রকৃত নামটি পর্দার অন্তরালে রয়ে গেল ঠকচাচার। টেকচাঁদ ঠাকুরের আসল নাম (প্যারীচাঁদ মিত্র) যদিওবা আজ সর্বজনবিদিত, কিন্তু মোকাজান মিয়াই যে ঠকচাচা_অনেকেই তা আর মনে করতে পারবেন না। ১৮৫৮-এর আগে বাংলা মৌলিক গদ্যকাহিনীতে এমন সক্রিয় চরিত্র আর ছিল না; কবিতায় ছিল, ভাঁড়ু দত্ত তাঁর নাম। মোকাজান সম্পর্কে কাহিনীর শুরুতে লেখক যে নেতিবাচক ধারণা দিয়েছেন, পাঠক এবং পরে সমালোচকরা তা থেকে আজও বের হতে পারেননি। টেকচাঁদ ঠাকুর মোকাজান সম্পর্কে কাহিনীর প্রথম দিকে লিখেছেন এ রকম : মোকাজান আদালতের কাজে বড় পটু। নানা কিছু জাল করতে, মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাতে, দারোগা-আমলা বশ করতে, সম্পদ 'হজম' করতে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে, হ্যাঁ-কে না আর না-কে হ্যাঁ করতে তাঁর তুলনা নেই। এ জন্য নীলকর ও জমিদারদের কাছে মোকাজানের খুব কদর। এ চরিত্র সম্পর্কে টেকচাঁদ আরো লিখেছেন : 'তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত,...।' 'ঠকচাচা' নাম একবার উল্লেখমাত্রই কাহিনীকার থেমে যেতে পারতেন, সে সুযোগ তাঁর ছিল। কারণ তিনি তো কাহিনীর 'সকলে'

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নন, কাহিনীকার। কিন্তু প্যারীচাঁদ স্বয়ং মোকাজান নামটি আর নিলেনই না, তাঁকে 'ঠকচাচা' বলেই উল্লেখ করে গেলেন কাহিনীজুড়ে। কাহিনীকারের পক্ষপাতে ঠকচাচা নামটিই বড় হলো মোকাজান মিয়া নামের চেয়ে। আর 'ঠক' কথাটি নামের সঙ্গে বহুবার উচ্চারিত-আলোচিত-পঠিত হওয়ায় মোকাজানের কপালে 'খলচরিত্র'-এর তিলক হলো আঁকা।

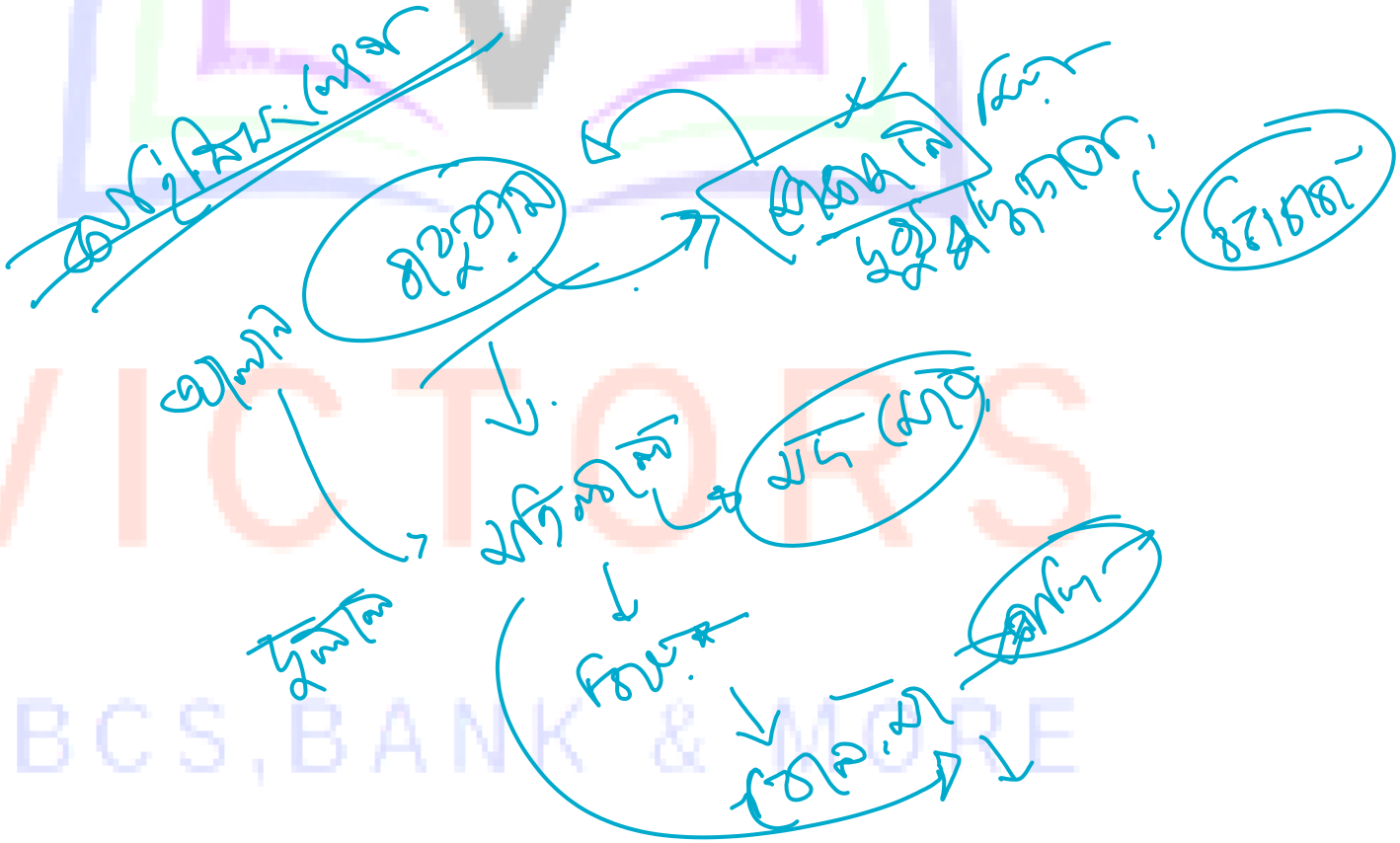

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,

সুদীর্ঘকালের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অবিদ্যা ও কূপমণ্ডুকতার নিগড়ে জিম্মি অসহায় বাঙালি সমাজকে মুক্ত করতে যে কয়েকজন বাঙালি মনীষা জন্ম নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অদ্বিতীয়। 'অজেয় পৌরুষ' এবং 'আপসহীন মনুষ্যত্বে' তিনি একক বাঙালি সত্তা। রাজা রামমোহন রায়কে বাংলা রেনেসাঁস বা নবজাগরণের বরপুত্র বলা হয়। বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক অবদান রামমোহনের চেয়েও গভীর এবং অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করেছিলেন। এবং তিনি যে শুধু বাংলা ভাষাকে যুক্তিগ্রাহ্য ও সকলের বোধগম্য করে তুলেছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বাঙালি সমাজে প্রগতিশীল সংস্কারের একজন অগ্রদূত।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ব্যাকরণ কৌমুদী গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ পুস্তকের অভাব থাকায় তিনি সহজ সরল ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ কৌমুদী গ্রন্থের রচনা করেন।

বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার বিস্তারের পথিকৃৎ। তিনি উপলব্ধি করেন যে, নারীজাতির উন্নতি না ঘটলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিংকওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ভারতের প্রথম ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যসাগসর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় মেয়েদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিধায়নী সম্মেলনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের মধ্যে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করত। পরবর্তীকালে তিনি সরকারের কাছে ধারাবাহিক তদবির করে সরকার এই স্কুলগুলোর কিছু আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রাজি হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮ টি। এরপর কলকাতায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিত) এবং নিজের মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

অনুবাদ গ্রন্থ

বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ ; লাল্লুজীর হিন্দী ভাষার বেতাল পচ্চীসী অবলম্বনে)

শকুন্তলা (ডিসেম্বর, ১৮৫৪ ; কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ অবলম্বনে)

সীতার বনবাস (১৮৬০) – রামায়নের উত্তর খন্ড

জীবনচরিত (১৮৪৯ ; চেম্বার্সের বায়োগ্রাফিজ অবলম্বনে রচিত)

নীতিবোধ (প্রথম সাতটি প্রস্তাব – ১৮৫১ ; রবার্ট ও উইলিয়াম চেম্বার্সের মরাল ক্লাস বুক অবলম্বনে রচিত)

বোধোদয় (১৮৫১ ; চেম্বার্সের রুডিমেন্টস অফ নলেজ অবলম্বনে রচিত)

কথামালা (১৮৫৬ ; ঈশপস ফেবলস অবলম্বনে রচিত)

চরিতাবলী (১৮৫৭ ; বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা অবলম্বনে রচিত)

ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯ ; শেক্সপিয়রের কমেডি অফ এররস অবলম্বনে রচিত)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

শিশু পাঠ্য কাহিনী :-

(১)আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৪৯)

(২) বোধোদয় (১৮৫১)

(৩) ঋজুপাঠ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ ; ১৮৫১-৫২)

(৪) বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ ; ১৮৫৫)

(৫)কথামালা (১৮৫৬/ঈশপের ফেবলস)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মৌলিক গ্রন্থ

- বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব
- বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার
- অতি অল্প হইল এবং "আবার অতি অল্প হইল" দুখানা পুস্তক (১৮৭৩, বিধবা বিবাহ বিরোধী পণ্ডিতদের প্রতিবাদের উত্তরে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে।)

- ব্রজবিলাস, যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য (নভেম্বর, ১৮৮৪) - "কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" ছদ্মনামে রচিত। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের রচনার প্রত্যুত্তরে লিখিত হয়।
- রত্নপরীক্ষা
- প্রভাবতী সম্ভাষণ (সম্ভবত ১৮৬৩)
- জীবন-চরিত
- নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

প্রভাবতী সম্ভাষণ : বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যরচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' যা বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বছরের কন্যা বিয়োগের পর লিখেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনা অনুবাদ-গ্রন্থ হলেও মৌলিক রচনায় বিদ্যাসাগরকে পাওয়া যায় জীবন্তভাবে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ। সাহিত্য রচনার প্রথম ক্ষেত্রে যদিও তিনি বাংলা ভাষাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন, তথাপি 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' জনপ্রিয়তা না পাওয়ার পর বাংলা সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা সাহিত্যের বহু শাখা-প্রশাখায় তার অবদান রয়েছে। বাংলা কাব্যকে হাজার বছরের বন্দিত্ব থেকে তিনি মুক্ত করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে তিনি কাব্যাঙ্গনের স্বাধীনতার স্বাদ উপহার দেন। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা তার অন্যতম বলিষ্ঠ সংযোজন। এছাড়া মহাকাব্য, নাটক, পত্রকাব্য, গদ্য, প্রহসন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নাটক ও প্রহসন

1. শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯)
2. পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০)
3. কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১)

VICTORS
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

4. মায়া-কানন (১৮৭৪)

কাব্য / কাব্যের ধরন

1. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০) :-আখ্যান কাব্য
2. মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১):- মহাকাব্য
3. ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) :-গীতিকাব্য
4. বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) :-পএকাব্য
5. চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৫) :-সনেট জাতীয় কাব্য

অনুবাদ গ্রন্থ

1. হেক্টর-বধ (১৮৭১)

কাব্য

1. কালেক্টেড পোয়েমস
2. দি অন্সরি: আ স্টোরি ফ্রম হিন্দু মিথোলজি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

3. দ্য ক্যাপটিভ লেডি

4. ভিশনস অফ দ্য পাস্ট

অনুবাদ নাটক

নীল দর্পণ অর দি ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর

বাংলা নাটকে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক। ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার, জে. সি. গুপ্ত ও রামনারায়ণ তর্করত্নের হাত ধরে বাংলায় শৌখিন রঙ্গমঞ্চে নাট্য মঞ্চায়ন শুরু হয়। এই সময় লেখা নাটকগুলির গুণগত মান খুব ভালো ছিল না। ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকটি অভিনীত হয়। শিল্পগুণবিবর্জিত এই সাধারণ নাটকটির জন্য জমিদারদের বিপুল অর্থব্যয় ও উৎসাহ দেখে মধুসূদনের শিক্ষিত মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। এরপর তিনি নিজেই নাট্যরচনায় ব্রতী হন। রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত নাট্যশৈলীর প্রথা ভেঙে তিনি পাশ্চাত্য শৈলীর অনুসরণে প্রথম আধুনিক বাংলা নাটক রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদনের নাট্যচর্চার কাল ও রচিত নাটকের সংখ্যা দুইই সীমিত। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ - এই তিন বছর তিনি নাট্যচর্চা করেন। এই সময়ে তার রচিত নাটকগুলি

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

হল : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)। এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে মায়াকানন (১৮৭৪) নামে একটি অসমাপ্ত নাটক।

শর্মিষ্ঠা[

মধুসূদন দত্ত রচিত 'শর্মিষ্ঠা'

শর্মিষ্ঠা একটি পৌরাণিক নাটক। রচনাকাল ১৮৫৯। এটিই আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক। নাটকের আখ্যানবস্তু মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী থেকে গৃহীত। অবশ্য পাশ্চাত্য নাট্যশৈলীতে লিখলেও, মাইকেল এই নাটকে সংস্কৃত শৈলীকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। এই নাটকের কাব্য ও অলংকার-বহুল দীর্ঘ সংলাপ, ঘটনার বর্ণনাত্মক রীতি, প্রবেশক, নটী, বিদুষক প্রভৃতির ব্যবহার সংস্কৃত শৈলীর অনুরূপ। আবার ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিক ধারার প্রভাবও এই নাটকে স্পষ্ট। প্রথম রচনা হিসেবে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও, সেই যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠকসমাজে এই নাটকটি খুবই সমাদৃত হয়। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি অভিনীতও হয়।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পদ্মাবতী[

১৮৬০ সালেই মধুসূদন রচনা করেন পদ্মাবতী নাটকটি। এটিও পৌরাণিক নাটক। তবে এই নাটকের ভিত্তি পুরোপুরি ভারতীয় পুরাণ নয়। গ্রিক পুরাণের 'অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড' গল্পটি ভারতীয় পুরাণের মোড়কে পরিবেশন করেছেন মধুসূদন। গ্রিক পুরাণের জুনো, প্যালাস ও ভেনাস এই নাটকে হয়েছেন শচী, মুরজা ও রতি। হেলেন ও প্যারিস হয়েছেন পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল। তিন দেবীর মধ্যে রতিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচিত করলে অন্য দুই দেবী ইন্দ্রনীলের প্রতি রুষ্টা হন এবং ইন্দ্রনীলের জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনেন। শেষে রতি ও ভগবতীর চেষ্টায় ইন্দ্রনীল উদ্ধার পান এবং বিচ্ছিন্না স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে তার মিলন ঘটে। মূল গ্রিক উপাখ্যানটি বিয়োগান্তক হলেও, মাইকেল এই নাটকটিকে ইংরেজি ট্র্যাজি-কমেডির ধাঁচে করেছেন মিলনান্তক। এই নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব অল্পই। প্লট-নির্মাণ, নাটকীয় দ্বন্দ্ব উপস্থাপনা ও চরিত্র চিত্রণে মাইকেল এখানে আগের থেকে পরিণত হয়েছেন।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

কাব্য / কাব্যের ধরন

1. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০) :-আখ্যান কাব্য

2. মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১):- মহাকাব্য

ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ/মেঘনাথ ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ–এ বর্ণিত এক পৌরাণিক যোদ্ধা। তিনি লঙ্কাধিপতি রাবণের পুত্র। মেঘনাদ রাম ও রাবণের মধ্যে সংঘটিত লঙ্কার যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি যুদ্ধে গমন করার পূর্বে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন।

কারণ রাবণ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে কবির আত্মার প্রতিফলন ঘটেছে। ট্রাজেডির নায়ক সেই চরিত্রকে বোঝানো হয় যার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে, ভালো মন্দ মিশ্রিত হবে এবং যার doing and suffering

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তার পরিণতিকে ত্বরান্বিত করবে। সুতরাং কাহিনী বর্ণনায় ও চরিত্র চিত্রনে মেঘনাদকে ছাপিয়ে উঠেছে রাবণ, তাই সে আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক কে—এ প্রশ্নের উত্তর-নির্ণয়ে সমালোচকেরা দ্বিধা বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি রাবণকে এ কাব্যের নায়ক বলেন নি, কিন্তু তাকেই কাব্যের কেন্দ্রীয় শক্তি বলে মনে করেছেন— "যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছেন না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায় কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "সজ্ঞানে কবি মেঘনাদকেই নায়ক করিয়াছেন, কিন্তু নির্জ্ঞানে রাবণই তাঁহার সমগ্র কল্পনাকে অধিকার করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছে।.....কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারে এবং আরো কতকগুলি কারণে, মেঘনাদও নায়কত্বের দাবি করিলেও গভীরতর অর্থে এ কাব্যের নায়ক রাবণ।"

"এতক্ষণে" --অরিন্দম কহিলা বিষাদে

"জানিনু কেমনে আসি লক্ষণ পশিল

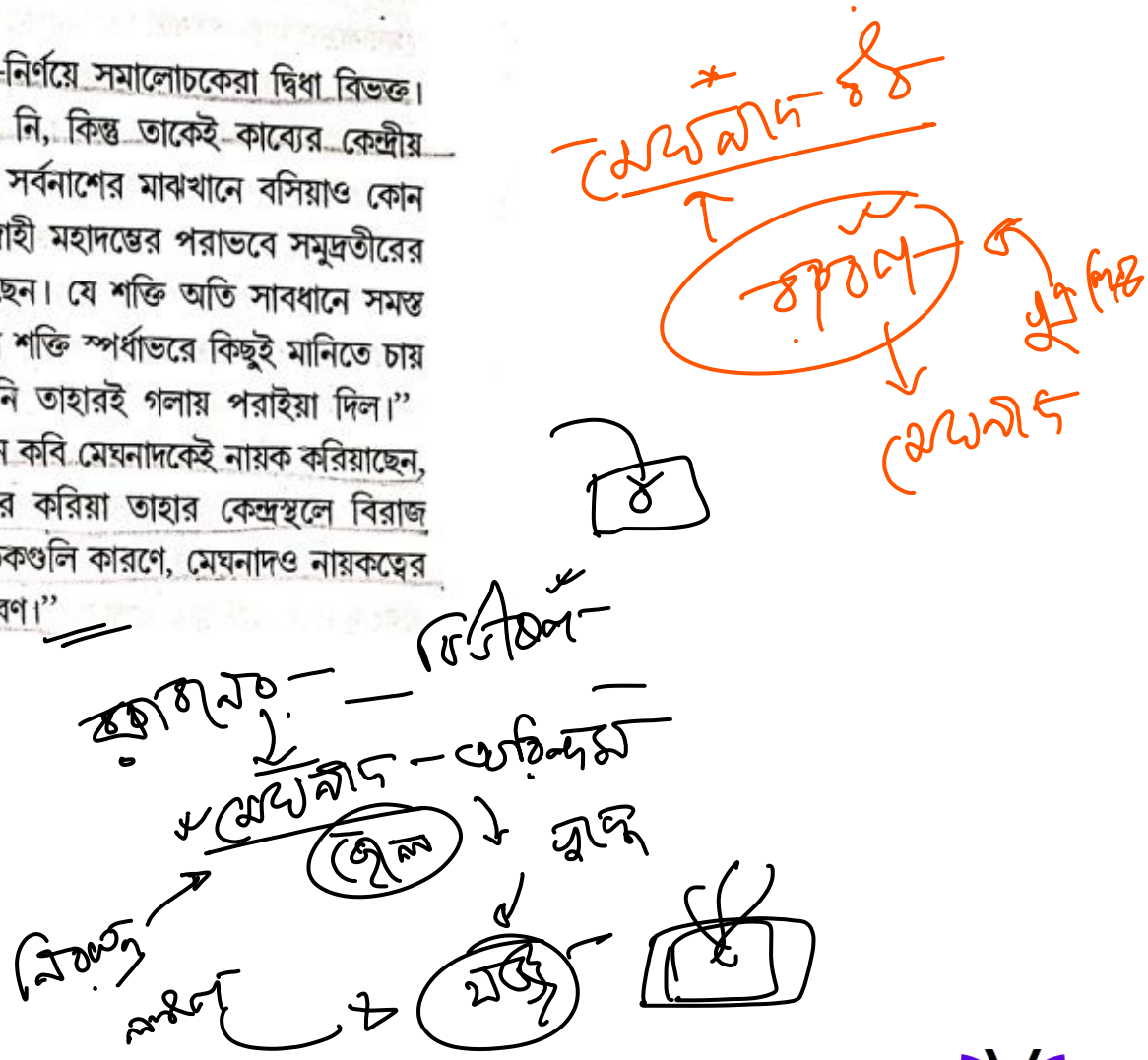

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
একাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষশ্রেষ্ঠ, --শূলী-শম্ভূনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব বিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

3. ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) :-গীতিকাব্য

4. বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) :-পত্রকাব্য

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য (১৮৬২)

বাংলা সাহিত্যে পত্রাকার কাব্যরচনা প্রথম দেখা যায় বীরাঙ্গনা কাব্যে। ১৮৬২ সালে এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকনাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুবার প্রতি উর্বশী, নীলধ্বজের প্রতি জনা— এই ১১টি পত্ররূপী কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি রচিত। মধুসূদন তার কাব্যে এই নারীদের পুরাণ-পরিচিতির মূলে আঘাত করেছেন। তিনি মানবিক অনুভূতির আলোকে নারী-হৃদয়ের কথকতায় ব্যক্ত করিয়েছেন

1. চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৫) :-সনেট জাতীয় কাব্য

পৃথিবীর ইতিহাসে ইতালির পেত্রার্ক প্রথম সনেটের আবিষ্কারক। পরে শেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রনসহ বহু কবি সনেট লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে সনেটের জন্মদাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের সনেটে পেত্রার্কের রীতি অনুসৃত হলেও মিল্টনের আদর্শ রয়েছে। মাইকেলের সনেটের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অষ্টক ও ষষ্ঠকের ভাষা ও ব্যাকরণের দিক থেকেও একে অন্যের সঙ্গে মিলযুক্ত। বহু ধরনের চতুর্দশপদী কবিতা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে চিত্রকল্প প্রধান, কবি ও কবিখ্যাতি, প্রকৃতি, গুণীজন প্রশস্তি এবং দেশের স্মৃতি ও দেশপ্রীতিমূলক সনেট রয়েছে। তার লিখিত মোট ১০২টি সনেটের ভেতর অধিকাংশই দেশ প্রেমে ভাস্বর। প্রায় প্রতিটি সনেটেই কোনো না কোনোভাবে দেশ প্রেমের উলেস্নখ পাওয়া যায়।

মধুসূদন মনে করেছিলেন ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করে শেক্সপিয়র, মিল্টন হবেন। কিন্তু তার আশা যখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো, তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে নব সৃষ্টির জন্য মনোযোগ দিলেন। অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী মধুসূদন সহজেই সাফল্য পেলেন। অতীতের ভুল বুঝতে পেরে তিনি রচনা করলেন 'বঙ্গভাষা' সনেটটি।

হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;

তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,

"পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা ? – যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটি কবির চতুর্দশ কবিতাবলি থেকে গৃহীত হয়েছে। এই কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কবি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মধুসূদন এই নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। যখন তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব, কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতি তাঁর মনে জাগিয়েছে কাতরতা। দূরে বসেও তিনি যেন কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কত দেশে কত নদ-নদী তিনি দেখেছেন, কিন্তু জন্মভূমির এই নদ যেন মায়ের স্নেহডোরে তাঁকে বেঁধেছে, কিছুতেই তিনি তাকে ভুলতে পারেন না। কবির মনে সন্দেহ জাগে, আর কি তিনি এই নদের দেখা পাবেন ! নদের কাছে তাঁর সবিনয় মিনতি-বন্ধুভাবে তাকে তিনি যেমন স্নেহডোরে স্মরণ করেন, কপোতাক্ষও যেন একই প্রেমভাবে তাঁকে স্বস্নেহে স্মরণ করে। কপোতাক্ষ নদ যেন তার স্বদেশের জন্য হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীদের নিকট ব্যক্ত করেন-যিনি প্রবাসজীবনেও গানে, কবিতায় শৈশবে-কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত নদীর কথা লিখেছেন।

-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ[

শর্মিষ্ঠার পরে ১৮৬০ সালে মাইকেল রচনা করেন একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ নামে দুটি প্রহসন। এই প্রহসন দুটি তার দুটি শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা। প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল সনাতনপন্থী সমাজপতিদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। এই নাটকে মাইকেলের পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজবাস্তবতাবোধ ও কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় কুশলতা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু নব্য ও সনাতনপন্থী উভয় সমাজকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হওয়ার কথা থাকলেও, শেষপর্যন্ত তা হয় নি। এতে মাইকেল খুবই হতাশ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে প্রহসন রচনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দীনবন্ধু মিত্র

বাংলা নাট্য সাহিত্যে মধুসূদনের পর দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব। মাইকেল মধুসূদনের সৃষ্টিতে যে নাটকের সার্থক প্রকাশ ঘটে দীনবন্ধু তাকে আরো পূর্ণ ও বিকশিত করে তোলেন। তিনি মাইকেল-যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তো অবশ্যই, আধুনিক কালেও তাঁর মর্যাদা ও মহিমা কমেনি। বিশেষত 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি যে প্রতিবাদী জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন আজও তা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। সমসাময়িক সামাজিক জীবনের উজ্জ্বল আলেখ্য হিসাবে তার নাটক গুলির স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে।

কাব্য

সুরধনী কাব্য (১ম ভাগ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ ১৮৭৬)

দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)

প্রহসন

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'(১৮৬৬), 'সধবার একাদশী'(১৮৬৬) 'জামাই বারিক'(১৮৭২) ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

নাটক

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক নীলদর্পণ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ পরিচিত নাটক। স্বাদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। এই নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ-পথিক ছদ্মনামে। যদিও এই নাটকই তাঁকে খ্যাতি ও সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,

> " 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হলে এবং এর ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হলে একদিনেই এ নাটক বাঙালি মহলে যতটা প্রশংসিত হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গ মহলে ঠিক ততটাই ঘৃণিত হয়েছিল। এই নাটক অবলম্বন করে বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা, এই নাটক সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন স্থাপিত হয়, এর মধ্যে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়।[৩] "

মনে করা হয়ে থাকে, *নীলদর্পণ* নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তবে আধুনিক গবেষকগণ এই বিষয়ে একমত নন।[৪] এই অনুবাদ *Nil Durpan, বা The Indigo Planting Mirror* নামে প্রকাশ করেছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ। এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়।

নীলদর্পণ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হল বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। কীভাবে সম্পন্ন কৃষক গোলোকমাধবের পরিবার নীলকর অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল এবং সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণির মৃত্যু হল, তার এক মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। তোরাপ চরিত্রটি এই নাটকের অত্যন্ত শক্তিশালী এক চরিত্র; বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা খুব কমই আছে। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ। কর্মসূত্রে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় যে দক্ষতা দীনবন্ধু আয়ত্ত করেছিলেন, তারই এক ঝলক দেখা মেলে এই নাটকের জীবন্ত চরিত্র চিত্রণে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিহারীলাল চক্রবর্তী।

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যরসে বাঙলার পাঠক সমাজ যখন আবিষ্ট সেইকালে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম লিরিক-কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত করলেও তারা কেউ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারেন নি।

অন্তর্মুখী ভাবপ্রেরণায়, যে

কিশোরের কবি রবীন্দ্রনাথ, আপন অন্তরের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের বিশ্বরচনার বেদনা বহন করে ফিরতেন, তিনি 'অবোধবন্ধু' নামক একটি স্বল্প প্রচারিত পত্রিকায় গুরুপদে বরণের যোগ্য একজন কবির সন্ধান লাভ করলেন।

সেই কবির নাম বিহারীলাল চক্রবর্তী।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতার যে বিশিষ্ট ঐশ্বর্য রবীন্দ্র-প্রতিভার দানে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার পূর্বসূচনা একমাত্র বিহারীলালের কাব্যেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বগামী কবিদের মধ্যে একমাত্র বিহারীলালকেই অকুণ্ঠিত ভাষায় আপন কবিগুরু বলে উল্লেখ করেছেন।

সমসাময়িক বাংলা কাব্যের পরিবেশ বিহারীলালের অনন্যতা নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাহার সেই স্বগত উক্তিতে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনাোরঞ্জনের কোনাো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিত।”

বিহারীলালের প্রধান কাব্যগুলির নাম

'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০),

'প্রেম প্রবাহিণী' (১৮৭০),

'নিসর্গ সন্দর্শন',

‘বন্ধুবিয়াোগ’ (১৮৭০),

'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯)

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

এবং 'সাধের আসন' (১৮৮৯)।

এই কাব্যগ্রন্থগুলিতেই বাঙলা রোমান্টিক গীতিকবিতার যথার্থ সূচনা হয়েছিল। তাঁর কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে রচনাভঙ্গির একটা বিবর্তনধারা অনুভব করা যায়।

প্রথমদিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবি অনেক পরিমাণে বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন। প্রকৃতির দৃশ্যপট বা নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনায় তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর ছিলেন।

জাগতিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় কবিমানসের ভাবতরঙ্গুলি কীভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠে তার পরিচয় আছে বঙ্গসুন্দরী' বা 'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যে। বাস্তব জীবনের আনন্দবেদনার স্মৃতিই এইসব কাব্যের উপকরণ।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

//বঙ্গসুন্দরী' প্রথমে ছিল নয় সর্গ, দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৮০) তৃতীয় সর্গে 'সুরবালা' সংযোজনের ফলে হল দশ সর্গ। 'সুরবালা' আসলে স্বতন্ত্র কাব্য; প্রথম সর্গ 'উপহারে' পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে কবি অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন।

"সর্বদাই হু হু করে মন।
বিশ্ব যে মধুর মতন;
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা।
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

দ্বিতীয় সর্গে নারীবন্দনা। তৃতীয় সর্গে সুরবালা। চতুর্থ সর্গে চিরপরাধীনা গৃহকোণে বন্দী বাঙালি ঘরের নির্যাতিত বধুর মর্মবেদনার প্রকাশ। পরবর্তী সর্গগুলিতেও নারীর জীবন ও মানসের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়েছে।

//

//সারদামঙ্গলই বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

পাচটি সর্গে রচিত ‘সারদামঙ্গলে' একটি অস্পষ্ট কাহিনীর রূপরেখা আছে। কিন্তু সেই কাহিনী বস্তুজগতের কোন ঘটনা অবলম্বনে গড়ে ওঠেনি।

সারদামঙ্গলের জগৎ একান্তভাবেই কবির অন্তরস্থিত কল্পনার জগৎ। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তিনি সারদার মূর্তি রচনা করেছে। এই কাব্যলক্ষ্মীর রূপ-কল্পনায় কবির সৌন্দর্য-চেতনার সঙ্গে বিরহিত মৈত্রী-প্রীতি 'র করুণা মিশ্রিত হয়েছে। কবিহৃদয়ের সৌন্দর্যবাোধ এবং প্রেম-প্রীতি-ভালাোবাসার নির্যাসে সারদাদেবীর তনু রচিত।

কাব্যের সূচনায় বাল্মীকির কবিত্বলাভের প্রসঙ্গ- অবলম্বনে করুণাময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী সারদার আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে, তারপর এই সারদার সঙ্গে কবির বিচিত্র লীলার বিবরণ বিভিন্ন সর্গে বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের সম্পর্কের ফলে যে সব অনুভূতি উন্মীলিত হয়, কবি সারদাকে অবলম্বন করে এমন একটি জগৎ রচনা করেছেন যেখানে তাঁর সেইসব ব্যক্তিগত অনুভূতিপুঞ্জ শুদ্ধতরভাবে প্রকাশ

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

করা যায়। কবির কল্পনার বিশ্ব এই কাব্যে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কারও কাব্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বিহারীলালের কবিতায় রূপ অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য বেশি। বিশ্বসৌন্দর্য তার কল্পনাদৃষ্টির সামনে কায়ার বন্ধনমুক্ত হয়েই দেখা দেয়। সেই নিরবয়ব শুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রকাশ সারদায়। দেবী সারদার দর্শনলাভে কাতর হৃদয়ে কবি বলেন-

হে সারদে, দাও দেখা।

বাঁচিতে পারি নে একা;

কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়।

কী বলেছি অভিমানে

শুনো না শুনো না কানে,

বেদনা দিয়ো না প্রাণে, ব্যথার সময়।'

VICTORS
BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

SekhaR, [24-Jun-24 8:30 PM]

এই সৌন্দর্য বস্তুবিশ্বের সৌন্দর্য নয়। বস্তু থেকে তার কান্তিটুকু নিষ্কাশিত করে নিয়ে কবি তারই তনু নির্মাণ করেছেন। কবি-প্রেরণাকে বাইরে থেকে ভেতরে ফিরিয়ে কবি-ব্যক্তির অনুভবের জগৎটিকেই একান্তভাবে কাব্য-বিষয় করে তুলে বিহারীলাল বাঙলা সাহিত্যে যে অভিনব রসমুর্তি নির্মাণ করেন, বাঙলা গীতিকাব্যধারায় এটিই পরম প্রাপ্তিরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

//

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

//বিহারীলালের শেষ কাব্য সাধের আসন’-কে ‘সারদামঙ্গলে'র পরিশিষ্ট বলা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বিনী দেবী বিহারীলালের ‘সারদামঙ্গলে’র ভক্ত পাঠিকা ছিলেন। তিনি কবিকে একটি পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন, তাতে ‘সারদামঙ্গলের এই কয় ছত্র তাোলা ছিল-

“হে যাোগেন্দ্র! যাোগাসনে

ঢুলু ঢুলু দুনয়নে

বিভাোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও?"

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

ভক্ত পাঠিকা কবির কাছে এই সমস্যাপূরণের অনুরাোধ জানিয়েছিলেন। কবি তার জন্য তিনটি স্তবক রচনা করে ক্ষান্ত ছিলেন। কাদম্বিনী দেবীর অকালমৃত্যুর পরে কবির সে কথা মনে পড়ে এবং সাধের আসন লিখে তিনি তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন। কবি তার বিশুদ্ধ আনন্দ রসাোপলব্ধিকে এই কাব্যে কিছুটা পরিমাণে বস্তুময় ও তত্ত্বরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সারদামঙ্গলের তুলনায় রূপক এখানে অনেকটা পরিণত কিন্তু পরিস্ফুট কাহিনীতে গাথা পড়েনি।

//

//গীতিকবিতা

বিহারীলাল কে ভোরের পাখি সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:-

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

"সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।"

গীতিকবিতা বলতে সাধারণত এমন স্বল্পায়তন কবিতাকে বোঝায় যা সংগীতকে বিন্যাসের অনুকরণে কবির নিজস্ব চিন্তা অনুভূতি কল্পনাকে স্তবক বিভাগে ও ছন্দের সুরময়তায় প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে।
বস্তুত গীতিকবিতা সম্পূর্ণরূপেই কবি-হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ গীতিকবিতা সম্পর্কে বলেছেন, এই রচনা প্রবল আবেগের প্লাবন।

বাংলা গীতিকবিতায় কবির একান্ত মনের কিছু কথা ব্যক্ত হয়। এই একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন সহজ-সরল ছন্দে সাবলীলভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই গীতিকবিতার জন্ম হয়। গীতিকবিতাকে ইংরেজিতে

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

লিরিক বলা হয়ে থাকে। সাধারণত বিশেষ ধরণের ছোট কবিতা যা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গানের মতো গাওয়া যায়।

যেমন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের কবিতা এবং বৈষ্ণব পদাবলি এই ধরনের গীতিকবিতা।

গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য :

১. একটুখানির মধ্যে একটি মাত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে। (রবীন্দ্রনাথের মত)

২. গীতিকবিতা কবির আত্মমকুর।

৩. কথা ও গানের সমন্বয়।

৪. সুরের সমন্বয়।

৫. একটি মাত্র ভাব-কল্পনা থাকে।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

৬. কবির একান্ত কামনা-বাসনার প্রকাশ।

৭. আবেগমাখা সুর।

৮. ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার প্রকাশ।

৯. গতি স্বাচ্ছন্দ্য থাকে।

১০. কবির একান্ত ভাবনার বিশেষ শৈল্পিক প্রকাশ।

//

বিহারীলালের কৃতিত্ব-অকৃতিত্ব-বিষয়ে আলাোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তার কাব্যকবিতা সে যুগে এবং এ যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ, এই রাোমান্টিক কবি মাঝে মাঝে এতটা আত্মনিষ্ঠ হয়ে পড়তেন যে তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য লাগত। "

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

তবু বাংলা গীতিকবিতার মন্ময় সুর আখ্যান বস্তু নিরপেক্ষভাবে বিহারীলালের কাব্যেই প্রথম শোনা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই তাঁকে গীতিকবিতার কাননে 'ভোরের পাখি' বলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও তাৎপর্যটি নির্দেশ করে দিয়েছেন।

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মীর মশাররফ হোসেন

VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE

VICTORS
-BCS,BANK & MORE
VICTORS
-BCS,BANK & MORE